জীবননগরে অতিরিক্ত ঠান্ডায়’ রেললাইনে ফাটল, ৫ঘন্টা পর মেরামত

চুয়াডাঙ্গা জীবননগর উথলী রেললাইনে অতিরিক্ত ঠান্ডায় ফাটল দেখা দিয়েছে। এতে করে ট্রেন চলাচলে সাময়িক ধীরগতি দীর্ঘ ৫ঘন্টা পর মেরামত ।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে উথলী-দর্শনা রেললাইনের তেঁতুলতলা- ঘোড়ামারা রেলগেটের মাঝামাঝি স্থানে এ ঘটনা ঘটে। এদিকে দীর্ঘ ৫ ঘন্টা চেষ্টার ফলে রেললাইন মেরামতের কাজ সম্পন্ন করছে কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, ঢাকাগামী চিত্রা এক্সপ্রেস উথলী রেলস্টেশন অতিক্রম করার পর উথলী-দর্শনা রেলপথের উথলী তেঁতুলতলা- ঘোড়ামারা রেলগেটের মাঝামাঝি স্থানে রেললাইনে ফাটল দেখতে পান স্থানীয় এক ব্যক্তি। বিষয়টি রেলপথের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যদের জানান তিনি। পরে আনসার সদস্যরা রেললাইনের ওপর লাল পতাকা টানিয়ে দর্শনা অভিমুখী একটি মালগাড়ি খুলনা অভিমুখী ১৬ ডাউন মহানন্দ মেইল এবং পার্বতীপুর অভিমুখী ২৩ আপ রকেট মেইলকে ধীরগতিতে ঘটনাস্থল অতিক্রম করান।

উথলী রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার আবু সাঈদ জানান, খবর পেয়ে রেললাইন মেরামতের কাজ শেষ করেছি। অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। তবে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

দলকা লক্ষ্মীপুর মৎস্য সমবায় সমিতির সভাপতি ওমর আলী’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন জুড়ানপুর ৪ নং ইউপি সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন সহ সমিতির আগত সদস্য ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি বর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মৎস্য সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুক্তার হোসেনের সঞ্চালনায় শান্তি সমাবেশে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে একটি কুচক্রী মহল এই দলকা লক্ষীপুর বিল টি কুক্ষিগত করে রেখেছিল। কিন্তু সময় এসেছে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী মো: আলী আজগার টগর এমপি’র মাধ্যমে সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী জাল দরা যার বিল তার। সেই আলোকে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই দলকা লক্ষীপুর মৎস্য সমবায় সমিতির হাতে আবারো বিল আসবে বলে আমরা সকলে বিশ্বাস করি। নতুন করে আর কেউ এই বিল জোর করে ভোগ দখল করতে পারবে না। আমরা সবাই মিলে কিভাবে বিলটি চাষ করলে সবাই উপকৃত হব এবং দেশের উন্নয়ন হবে সে বিষয়ে সবাই মিলে মতামত দিয়ে সেই আলোকে আমরা কাজ করে যাবো।

বক্তারা আরো বলেন বিলটি যেন আর কেউ জবরদখল করে ভোগ দখল করতে না পারে এবং আমরা সমিতির সদস্যরা যেনো আবারো বিলটি ফিরে পাই সে বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এমপির সুদৃষ্টি কামনা করেন।

দামুড়হুদায় ডিবি পুলিশের অভিযানে ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার ১

দামুড়হুদায় ডিবি পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩৬ বোতল ফেন্সিডিল সহ একজনকে গ্রেফতার করেছে।

আজ মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে। গ্রেফতারকৃত আসামি হলো উপজেলার হাতিভাঙ্গা গ্রামের মৃত রতন আলীর ছেলে তহির উদ্দিন (৪৮)।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমানের দিকনির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী

অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে মোঃ ফেরদৌস ওয়াহিদ, অফিসার ইনচার্জ, জেলা গোয়েন্দা শাখা, চুয়াডাঙ্গার নেতৃত্বে এসআই সুমন্ত বিশ্বাস, সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযানে দামুড়হুদা থানাধীন মোক্তারপুর গ্রামস্থ মোক্তারপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে দামুড়হুদা টু কার্পাসডাঙ্গা গামী পাঁকা রাস্তার উপর হতে আসামী তহির উদ্দিনকে গ্রেফতার পূর্বক আসামীর হেফাজত হতে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৩৬ বোতল ভারতীয় আমদানি নিষিদ্ধ ফেন্সিডিলসহ হাতে নাতে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

কার্পাসডাঙ্গা মিশনপল্লীর মি: হারুন সরকার পরলোক গমন করেছে

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের মিশনপল্লীর মি: হারুন সরকার পরলোক গমন করেছেন।

আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পরলোক গমন করে। মি: হারুন সরকার কার্পাসডাঙ্গা মিশনপল্লীর সুদিন সরকারের ছেলে।

পরিবারের পক্ষ থেকে জানা গেছে দীর্ঘদিন হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন মি: হারুন সরকার। আর আজ দুপুরের দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন তিনি।

তার মৃত্যুতে মিশনপল্লীর বাসিন্দা সহ বন্ধুমহল ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। আগামীকাল বুধবার তার দাফনকার্য সম্পন্ন হবে কার্পাসডাঙ্গা মিশন খ্রিষ্টয়ান কবরস্থানে।

[redacted]

[redacted]

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে জেলা পুলিশ চুয়াডাঙ্গার আয়োজনে মঙ্গলবার সকাল এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা’র পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবার সভাপতিত্বে ডিসেম্বর মাসের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত অপরাধ পর্যালোচনা সভায় মামলা নিষ্পত্তি, নিয়মিত মামলায় আসামি গ্রেফতার, ওয়ারেন্ট তামিল, রাত্রিকালীন ডিউটি, হোন্ডা মোবাইল, জাল টাকা, অজ্ঞানপার্টি, মলমপার্টি চক্র গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র-গুলি, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান পণ্য উদ্ধার, ভাড়াটিয়া তথ্যফরম পূরণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা গুজব রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ সময় পুলিশ সুপার সকল অফিসার ও ফোর্সের অর্পিত দায়িত্ব পেশাদারিত্বের সাথে যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানান।

উক্ত অপরাধ পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার(দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা সহ সকল অফিসার ইনচার্জগণ, ডিআইও-১, ইন্সপেক্টর ক্রাইম ডিএসবি,কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক,টিআই (প্রশাসন) এবং বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারগণ উক্ত মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় আমের গাছে আসতে

শুরু করেছে মুকুল; বাম্পার ফলনের আশা

চুয়াডাঙ্গায় চলতি মৌসুমে আমের আবাদ (বাগান) হয়েছে ২ হাজার ৩০৪ হেক্টর জমিতে। বাগানগুলোতে এরইমধ্যে আমের মুকুল আসা শুরু করেছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে জেলায় এবারের মৌসুমে ৩০ হাজার ৮১৩ মেট্রিকটন আম উৎপাদন হবে বলে আশা করছে কৃষি বিভাগ।

কৃষকদের সচেতনতা আর আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে জেলায় এবারো আমের বাম্পার ফলন হবে বলে জানালেন কৃষিবিদরা। এতে করে চুয়াডাঙ্গার উৎপাদিত আম জেলার চাহিদা পূরণ করে দেশ ও দেশের বাইরেও রফতানি করা সম্ভব হবে।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলায় ২ হাজার ৩০৪ হেক্টর জমিতে আমের বাগান রয়েছে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৭২০ হেক্টর, আলমডাঙ্গায় ২২০ হেক্টর, দামুড়হুদায় ৭৩৯ হেক্টর ও জীবননগর উপজেলায় ৬২৫ হেক্টর জমিতে আম বাগান রয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলায় সব মিলিয়ে প্রায় ১০ লাখ আম গাছ রয়েছে। এর মধ্যে হিমসাগর, আম্রপালী, ন্যাংড়া, বোম্বাই, ফজলি, মল্লিকাসহ বিভিন্ন জাতের আম গাছ রয়েছে। এদের মধ্যে অর্ধেকই আম্রপালী।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ পরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা জানান, কৃষি বিভাগের তদারকি ও কৃষকের পরিশ্রমে গত মৌসুমে চুয়াডাঙ্গায় আমের বাম্পার ফলন হয়েছে। চলতি মৌসুমেও বাম্পার ফলন হবে বলে আশা করছি। আগের মৌসুমগুলোতে কৃষকের সামান্যতম সচেতনতার অভাবে প্রতি বছর আম-চাষিরা আমের বাম্পার ফলন থেকে বঞ্চিত হতো। অথচ সামান্য সচেতন হলেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অধিক ফলনসহ বাণিজ্যিকভাবে আমের বাজারজাতকরণ ও পরিবারের আর্থিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

এ মুহূর্তে পরিচর্যা একটু বাড়াতে হবে। আমগাছের গোড়ায় মাঝে-মধ্যে সেচ দিতে হবে। এতে গাছের কাণ্ডগুলো যেমন শক্ত থাকবে, তেমনি ফুলগুলো তরতাজা থাকবে।

দামুড়হুদায় ডিবি পুলিশের অভিযানে প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ টাকার রুপার গহনা উদ্ধার

দামুড়হুদা বাসট্যান্ডে জেলা ডিবি পুলিশের অভিযানে ৮ প্যাকেট রুপার তৈরি গহনা ও একটি টিভিএস স্টাইকার ১২৫ সিসি মোটরসাইকেল জব্দ করেছে জেলা গোয়েন্দা সংস্থা। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড থেকে এসব জব্দ করা হয়। রুপার তৈরি গহনার মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার ফয়জুর রহমানের দিকনির্দেশনায় জেলার ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ এর নেতৃত্বে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনার জন্য দর্শনা চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে এম্বুস নেয় ডিবি পুলিশ। অভিযান পরিচালনার সময় একটি টিভিএস স্ট্রাইকার ১২৫ সিসি মোটরসাইকেল দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে এসে পৌঁছালে থামার জন্য সিগনাল দেওয়া হয় এবং পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরসাইকেল ফেলে আরোহীরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের সহায়তায় তাদেরকে দৌড়ে ধরার চেষ্টা করলে তারা একটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পরে এবং সেখানে থেকে পালিয়ে যাই। ফলে ডিবি পুলিশ আর তাদেরকে ধরতে পারেনি। পরে মোটরসাইকেলটি ডিবি পুলিশ জব্দ করে এবং উপস্থিত জনসম্মুকে মোটরসাইকেলটি তল্লাশি করা হয়।

এতে দেখা যায় মোটরসাইকেলের টাংকির সাথে বিশেষ কায়দায় কসটেপ দিয়ে মোড়ানো ৮টি প্যাকেট সেটিং করা আছে। ১ টি প্যাকেট জনসম্মুখে খুললে তাতে দেখা যায় রুপার তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের গহনা আছে। প্যাকেট গুলোর ওজন ছিল ৭ কেজি ৩ গ্রাম। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ৮ প্যাকেট রুপার তৈরি গহনা ও একটি টিভিএস স্ট্রাইকার ১২৫ সিসি মোটরসাইকেল ডিবি পুলিশ জব্দ

করে নিয়ে যায়।

এবিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি একটি চক্র মাদক ও চোরাকারবার করার জন্য দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড অবস্থান নেবে। বিষয়টি জানার সাথে সাথে এসপি স্যারের নির্দেশে আমরা দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান নিলে আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরসাইকেল ফেলে চোরাকারবারিরা পালিয়ে যায়। মোটরসাইকেলটি তল্লাশি করে আমরা ৮ প্যাকেটে ৭ কেজি ৩ গ্রাম রুপার তৈরি গহনা উদ্ধার করি। যার বাজার মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। আসামিদের সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন ছিলো।